নিষেধাজ্ঞা সত্বেও মেহেরপুরের রাস্তায় মোটরসাইকেলের অবাধ বিচরণ

মেহেরপুর-১ আসনের জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে শুক্রবার মধ্যরাত থেকে মোটরসাইকেল চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও অবাধে চলছে মোটরসাইকেল। কেউ মানছে না এ নিষেধাজ্ঞা।

আজ শনিবার (৬ জানুয়ারী) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনেই অবাধে মোটরসাইকেল চলাচল করতে দেখা যায়। এমনকি সমগ্র জেলার প্রত্যেকটি অঞ্চলে দিনব্যাপ চলাচল করেছে মোটরসাইকেল। এমন অবস্থায় নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।



উল্লেখ্য, গত ১ জানুয়ারি মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে ৬ জানুয়ারি মধ্যরাত থেকে ৮ জানুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সাইকেলসহ অন্যান্য যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছিলো, নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত দেশি-বিদেশি সাংবাদিক (পরিচয়পত্র থাকতে হবে), নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, নির্বাচনের বৈধ পরিদর্শক ও কতিপয় জরুরি

কাজ, যেমন– অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক ও টেলিযোগাযোগ কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য উল্লিখিত যান চলাচলের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

মেহেরপুর-১ আসনে অনিশ্চয়তায় নৌকা

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন ৭৩ মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত। আাগমী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন। বাকি মাত্র এক দিন। আজ সকাল ৮টায় শেষ হয়েছে প্রচারণা।

গতকাল শক্তিশালী দুই প্রার্থীই শেষ শোডাউনের মধ্যে দিয়ে জানান দিয়েছে লড়াইয়ের বার্তা। এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৩৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৪৯ হাজার ৫৫৬ জন এবং নারী ভোটার ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৮১ জন। ভোট কেন্দ্রের মোট সংখ্যা ১১৭ টি। এই আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে মূলত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এবং ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের মধ্যে। নির্বাচনী প্রচারণার খবর সংগ্রহের মাঝে ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক জনমত জরিপে স্থানীয় ভোটার, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে কথা বলে জানতে পারা গেছে এই আসনে কেন্দ্র ভিত্তিক অনুমিত ফলাফলে কোথাও নৌকা প্রতীক, কোথাও বা ট্রাক প্রতীক এগিয়ে। আবার কিছু জায়গা আছে যেখানে নৌকা ও ট্রাকের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

তবে এই আসনে প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা একে অপরের প্রতি ক্রমাগত বিষোদগার ও চরিত্রহন করেছেন। এতে ভোটের দিন কয়েক জায়গায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে ভোটারদের মধ্যে। মেহেরপুর পৌর এলাকায় মোট ১৩ টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে জনমত জরিপে নৌকা প্রতীকের ৩ টি ভোট কেন্দ্রে এগিয়ে থাকার বিপরীতে ট্রাক প্রতীক এগিয়ে রয়েছে ৮ টি ভোট কেন্দ্রে। হাড্ডা হাড্ডি লড়াই এর আভাস পাওয়া গেছে ২ টি

মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ফরহাদ হোসেন ও ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান উভয়েই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। একসাথে তারা দু’জন ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আসার জন্য উৎসাহ প্রদান করে যাচ্ছেন।
দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান খান বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের ১১৭ টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে মোট ২০ টি কেন্দ্রকে আমরা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছি। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

আমার বক্তব্য খন্ডিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে–আব্দুল মান্নান

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে করা শোকজের উত্তর দিয়েছেন মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

তিনি প্রতিনিধি পাঠিয়ে এ জবাব দেন। এতে বলা হয়, তিনি আচরণবিধি ভঙ্গ করেননি। তার বক্তব্য খন্ডিতভাবে উপস্থাপন করে অভিযোগ করা হয়েছে।আর যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছেন।

আজ শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকালে মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত-২-এর বিচারক এইচ এম কবির হোসেনের খাস কামরায় শোকজের উত্তর দেন প্রফেসর আব্দুল মান্নানের মনোনীত প্রতিনিধিরা। এ সময় প্রার্থীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী এবং আইনজীবী হিসেবে মেহেরপুর জেলা